নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইন, ২০০২

(২০০২ সনের ১২ নং আইন)

নিরাপদ রক্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং রোগীর দেহে পরিসঞ্চালন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রণীত আইন৷

যেহেতু নিরাপদ রক্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং রোগীর দেহে পরিসঞ্চালন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

১৷ (১) এই আইন নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইন, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে৷

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে৷

সংজ্ঞা

২৷ বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “অননুমোদিত ব্যক্তি” অর্থ রক্ত সংগ্রহ বা রক্ত পরিসঞ্চালনের জন্য স্বীকৃত যোগ্যতার অধিকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত নন এমন কোন ব্যক্তি;

(খ) “অনিরীক্ষিত রক্ত (unscreened blood)” অর্থ কোন রক্ত, রক্তের উপাদান বা রক্তজাত সামগ্রীতে এইডস্ (AIDS), হেপাটাইটিস বি (hepatitis B), হেপাটাইটিস সি (hepatitis C), সিফিলিস (syphilis), ম্যালেরিয়া (malaria) ইত্যাদি রক্তবাহিত রোগের জীবাণুমুক্ত হওয়া সম্পর্কে পরীক্ষা বা যাচাই করা হয় নাই এমন রক্ত, রক্তের উপাদান বা রক্তজাত সামগ্রী;

(গ) “অননুমোদিত পদ্ধতিতে রক্ত সংগ্রহ ও পরিসঞ্চালন (bad ordering blood collection and transfusion)” বলিতে ভুল পদ্ধতিতে রক্ত সংগ্রহ করা, সঠিকভাবে রক্ত সংরক্ষণ না করা, সময় উত্তীর্ণ রক্ত পরিসঞ্চালন করা, কোল্ড চেইন অনুসরণ না করা, ভুল পদ্ধতিতে রক্ত পরিসঞ্চালন করা বা রক্ত পরিসঞ্চালনের জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য পদ্ধতি বা নিয়ম অনুসরণ না করিয়া রক্ত সংগ্রহ ও পরিসঞ্চালনকে বুঝাইবে;

(ঘ) "কাউন্সিল" অর্থ এই আইনের ধারা ৪-এর দ্বারা গঠিত জাতীয় নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কাউন্সিল;

(ঙ) "কোল্ড চেইন (cold chain)" বলিতে +২০ হইতে +৮০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রক্ত বা রক্তের উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বহন ও ব্যবহারকারীর নিকট পর্যন্ত পৌঁছানোকে বুঝাইবে;

(চ) "ডাক্তার" অর্থ বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত অন্যুন এম বি বি এস বা সমমানের মেডিক্যাল ডিগ্রীধারী ব্যক্তি;

(ছ) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(জ) "পরিদর্শন কমিটি" অর্থ এই আইনের ধারা ১৫ এর অধীন গঠিত পরিদর্শন কমিটি;

(ঝ) "বাছাই কমিটি" অর্থ এই আইনের ধারা ১১ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি;

(ঞ) "ব্যবস্থাপত্র" অর্থ রোগীর জন্য ডাক্তার কর্তৃক প্রদেয় পরামর্শ পত্র;

(ট) "বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল" অর্থ Medical and Dental Council Act, 1980 (XVI of 1980) এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল;

(ঠ) "ব্লাডব্যাগ" অর্থ রক্তদাতা হইতে রক্ত, রক্তের উপাদান ও রক্তজাত সামগ্রী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য ব্যবহৃত এন্টিকোয়াগুলেন্ট সম্বলিত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ব্যাগ;

(ড) "ব্যক্তি" অর্থে কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, সংঘ ও সমিতি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঢ) "বেসরকারী রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র" অর্থ এই আইনের ধারা ৯ এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেসরকারী রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র, ব্লাড ব্যাংক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্র, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(ণ) "ভুল ব্যবস্থাপত্র" অর্থ ডাক্তার কর্তৃক রক্ত পরিসঞ্চালন চিকিত্সা প্রদানকালে প্রদেয় রোগীর বা রক্ত গ্রহীতার রক্তের সঠিক চাহিদা, রক্তের উপাদানের প্রকৃতি, রোগী বা রক্ত গ্রহীতার বিদ্যমান শারীরিক অবস্থা এবং রক্ত পরিসঞ্চালনের ধরণ বা পদ্ধতির উল্লেখবিহীন ব্যবস্থাপত্র;

(ত) "মহা-পরিচালক" অর্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক এবং তাহার অবর্তমানে মহা-পরিচালকের দায়িত্ব পালনরত কোন কর্মকর্তা;

(থ) "রক্ত" অর্থ পরিপূর্ণ মানব রক্ত;

(দ) "রক্তের উপাদান (blood component)" অর্থ রক্ত হইতে পৃথকীকৃত রক্তরস (plasma), লোহিত রক্ত কণিকা (RBC), শ্বেত রক্ত কণিকা (WBC), অনুচক্রিকা (platelet) ইত্যাদি উপাদান;

(ধ) "রক্তজাত সামগ্রী (plasma product)" অর্থ রক্তরস (plasma) হইতে পৃথকীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত এলবিউমিন (albumin), ইমিউনোগ্লোবিউলিন (immunoglobulin),ক্রাইওপ্রেসিপটেট (cryoprecipitate), ফ্যাক্টর-৮ (factor-VIII), ফ্যাক্টর-১ (factor-I), ফ্যাক্টর ২, ৫, ৭, ৯, ১০ (factor-II, V, VII, IX, X) এবং অন্যান্য রক্তজাত সামগ্রী;

(ন) "রোগী বা রক্ত গ্রহীতা" বলিতে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক রক্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

(প) "রক্ত পরিসঞ্চালন বিশেষজ্ঞ" অর্থ এমবিবিএস বা সমমানের ডিগ্রীধারী এবং রক্ত পরিসঞ্চালন মেডিসিন বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিবিএসএন্ডটি, এমটিএম, এমডি, পিএইচডি ডিগ্রীপ্রাপ্ত ডাক্তার;

(ফ) "লাইসেন্স" অর্থ এই আইনের ধারা ৯ এর অধীন কোন বেসরকারী রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স;

(ব) "লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ" অর্থ মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;

(ভ) "রক্তের চাহিদা পত্র" অর্থ রক্ত বা রক্তের উপাদানের স্বল্পতা পূরণের লক্ষ্যে ডাক্তার কর্তৃক কোন রোগীর জন্য প্রদেয় রক্ত বা রক্তের উপাদানের চাহিদা পত্র;

(ম) "বিনষ্টযোগ্য উপকরণ (disposable items)" অর্থ রক্ত পরিসঞ্চালনের জন্য রক্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, নিডল, লেনসেট, ব্লাড ব্যাগ, রক্ত পরিসঞ্চালন সেট, স্লাইড, টেষ্টটিউব এবং একবার ব্যবহারযোগ্য অন্যান্য উপকরণ;

(য) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(র) "সভাপতি" অর্থ এই আইনের ধারা ৪ দ্বারা গঠিত জাতীয় নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কাউন্সিলের সভাপতি;

(ল) "সহ-সভাপতি" অর্থ এই আইনের ধারা ৪ দ্বারা গঠিত জাতীয় নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কাউন্সিলের সহ-সভাপতি;

(শ) "স্বীকৃত যোগ্যতা" অর্থ বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্বীকৃত যোগ্যতা;

(ষ) "রক্ত পরিসঞ্চালন সেবা" অর্থ কোন রোগীর চিকিত্সার প্রয়োজনে রক্ত সংগ্রহ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রক্তের উপাদান পৃথকীকরণ, রক্তজাত সামগ্রী তৈরী বা পরিসঞ্চালন সংক্রান্ত কোন ডাক্তার বা বেসরকারী রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত সেবা৷

আইনের প্রাধান্য

৩৷ আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে৷

দ্বিতীয় অধ্যায়
জাতীয় নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কাউন্সিল

জাতীয় নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কাউন্সিল

৪৷ (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কাউন্সিল নামে একটি কাউন্সিল থাকিবে৷

(২) নিম্্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সহ-সভাপতিও হইবেন;

(গ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য;

(ঘ) চেয়ারপার্সন, রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি;

(ঙ) চেয়ারম্যান, টেকনিক্যাল কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় এইডস কমিটি;

(চ) কমান্ড্যান্ট, আর্মড ফোর্সেস ইনষ্টিটিউট অফ প্যাথলজি;

(ছ) মহা-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর;

(জ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি;

(ঝ) পরিচালক, সকল সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল;

(ঞ) পরিচালক, বক্ষব্যাধি ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতাল;

(ট) পরিচালক, জনস্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট;

(ঠ) বিভাগীয় প্রধান, রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগ, সকল সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল;

(ড) সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন;

(ঢ) সভানেত্রী, জাতীয় মহিলা সংস্থা;

(ণ) জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস;

(ত) জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ গার্লস গাইড এসোসিয়েশন;

(থ) জেলা গভর্ণর, বাংলাদেশ রোটারী ইন্টারন্যাশনাল;

(দ) জেলা গভর্ণর, বাংলাদেশ লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল;

(ধ) সরকার কর্তৃক মনোনীত রক্ত পরিসঞ্চালন বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপক;

(ন) সভাপতি, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস);

(প) মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(৩) কাউন্সিলের কোন মনোনীত সদস্য তাঁহার মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বত্সরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় তাঁহার মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে কোন মনোনীত সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৫। কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্্নরূপ, যথা:

(ক) Human Immuno Deficiency Virus (HIV), Hepatitis B Virus (HBV), Hepatitis C Virus (HCV), Malaria এবং Syphilis সহ সর্বপ্রকার রক্তবাহিত রোগ হইতে মানব দেহকে রক্ষার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন;

(খ) নিরাপদ রক্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিসঞ্চালনের পদ্ধতি নির্ধারণ;

(গ) স্বেচ্ছায় রক্তদান, স্বজনকে রক্তদান এবং রক্তের বিনিময়ে রক্তদানে রক্তদাতাদের উত্সাহিতকরণ সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন;

(ঘ) বেসরকারী রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নীতিমালা প্রণয়ন;

(ঙ) রক্তদাতাদের পরিসংখ্যান সংরক্ষণের পদ্ধতি নির্ধারণ;

(চ) পেশাদার রক্তদাতাদের রক্তদানে পর্যায়ক্রমে নিরুত্সাহিতকরণ সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন;